গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
www.mole.gov.bd

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি:	**জনাব শাকিলা জেরিন আহমেদ** অতিরিক্ত সচিব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার স্থান:	ভার্চুয়াল (জুম অ্যাপস)
সভার তারিখ:	২১.১২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সময়:	সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়

ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

জুম ক্লাউডে যুক্ত হয়ে সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শিল্পকারখানার মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হলো নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সততা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তিনি বিশেষ করে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, ২০০৬ যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি, দপ্তর/সংস্থা ও আঞ্চলিক দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব গাজী শফিকুর রহমান, ব্যবস্থাপক, পিকোর্ড, বাংলাদেশ লিমিটেড ও জনাব মতুয়া শম্ভুচাঁদ সরকার, সিনিয়র কমপ্ল্যায়েন্স ম্যানেজার এ্যাকটিভ কম্পোজিট মিলস লিমিটেড সভায় বলেন, শ্রমিকদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার স্বার্থে কারখানা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যেমন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে শ্রমিকদের বেতন ও পাওনাদি পরিশোধ করা হয়। তাছাড়াও শ্রমিকদের জন্মদিন উদযাপন, কমিউনিটি স্কুল, চিকিৎসা কেন্দ্র, শ্রমিকদের সুলভমূল্যে নিত্যপণ্য ক্রয়ের সুপারসপ রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য এই কারখানায় ০৫দিন পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করা হয়। কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌর্হাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে কিছু অসাধু শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এ কারণে কারখানায় কখনও কখনও সাময়িক অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি জনাব শাহীন আলম, পিকোর্ড, বাংলাদেশ লিমিটেড; জনাব জিএম জাহিদ হাসান, এ্যাকটিভ কম্পোজিট মিলস লিমিটেড এবং বেগম মোছাঃ নুরজাহান, জিহান গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সভায় জানান, কারখানায় কোনো প্রকার সমস্যা হচ্ছে না। কারখানায় কোনো সমস্যা উত্থিত হলে মালিকের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে আলোচনা করে সমাধান পেয়ে থাকি। শ্রমিকদের সকল বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। কারখানায় কোনো সমস্যা হলে অভিযোগ বক্সে অভিযোগ করলে তার প্রতিকার পাওয়া যায়, যা শ্রমিকদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। শ্রমিকদের ডাচ-বাংলা ব্যাংকের (রকেট) ও অন্যান্য ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ০৭ তারিখের মধ্যে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। তারা এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জের উপমহাপরিদর্শক জনাব সৌমেন বড়ুয়া বলেন, শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কারখানায় ডে-কেয়ার, কর্মপরিবেশ বিষয়ে শ্রমিকের কোনো অভিযোগ আছে কি-না তা পরিদর্শনকালীন খোঁজখবর রাখা হয়। কোনো শ্রমিকের অসুবিধা থাকলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে হার্ডকপি প্রেরণসহ ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করলে আরও ভালো হয়। তিনি আরও জানান, কারখানা ও প্রতিষ্ঠান সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বচ্ছ অভিযোগবক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং এটি শতভাগ কারখানায় থাকা দরকার। সকল শ্রমিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের টোল-ফ্রি নম্বরে অভিযোগ প্রদান করতে পারে।

শ্রম অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক জনাব মিনু আফরোজ সভায় জানান, মালিক ও শ্রমিকদের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করা হয়। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নিয়মিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন আইআরআই, টঙ্গীর উপ-পরিচালক আফিফা বেগম সভায় জানান, বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিক ও মালিকদের শ্রম আইন সম্পর্কে বিভিন্ন ট্রেড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মাধ্যমে শ্রমিক ও মালিকগণ দেশের শ্রম আইন সম্পর্কে অবগত হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে টিফিন, প্রশিক্ষণ উপকরণ ও ভাতা প্রদান করা হয়। সুষ্ঠুভবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য বছরের শুরু হতে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন আইআরআই ও শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

শ্রম অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মিতশু শাওলিন সভায় জানান, শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র-এর মাধ্যমে শ্রমিকদের চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে অনেকে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নেই। ডাক্তার নিয়াগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় যা দেখে শ্রমিকগণ সহজেই সেবা পেতে পারে।

জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, যুগ্মসচিব ও বিকল্প শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভায় সকলকে ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন মর্মে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সাথে সরাসরি যোগাযোগের পরিবর্তে ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করার আহবান জানান। শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষার এ ধারা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।

সভাপতি ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, শ্রম আইনে প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও প্রদানে মালিকপক্ষকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। কলকারখানায় শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকল শ্রমিককে তাদের অধিকার নিশ্চয়তার জন্য আরও সচেতন হতে হবে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব দিতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং আইএলও প্রদত্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। এসব আইনের আলোকে শ্রমিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া সব কারখানায় অগ্নিনির্বাপক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

২। **বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:**

(১) শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিকদের যথাসময়ে বেতনভাতা প্রদানসহ শ্রম আইন বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(২) মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের শ্রম আইন, ২০০৬ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

(৩) শ্রম পরিদর্শকদের পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;

(৪) কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।;

(৫) কারখানাসমূহের অবকাঠামো ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

(৬) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কারখানার মালিকপক্ষকে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

(৭) কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করতে হবে।

৩। পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/১২/২০২১

শাকিলা জেরিন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব
ও
শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়